তারাশঙ্করের

ধাত্রীদেবতা

BANERJI STUDIO

পরিবেশক - ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

লোকচিত্রের নিবেদন

ধাত্রী দেবতা

কাহিনী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—কালীপ্রসাদ ঘোষ

সুরশিল্পী—দুর্গা সেন

শব্দ-যন্ত্রী—শিশির চট্টোপাধ্যায়

কর্ম্মসচিব—মিহির চক্রবর্ত্তী

আলোক-চিত্র—মুরারী ঘোষ

শিল্প নির্দ্দেশনা—বটু সেন

সম্পাদনা—সুকুমার মুখোপাধ্যায়

রসায়নাগার—ধীরেন দাশগুপ্ত

প্রচার-শিল্প—প্রদ্যোত মিত্র

—ভূমিকায়—

ছায়া দেবী, অঞ্জলি রায়, ছন্দা, রাজলক্ষ্মী, মিনতি, প্রীতিধারা, নমিতা, রাধারাণী, অনুপকুমার, মাষ্টার শম্ভু, শম্ভু মিত্র, বেচু, নৃপতি, অরবিন্দ, কেষ্ট দাস, বেনু, নেপাল, কালীপ্রসাদ, কাপুর, অমল ভৌমিক (এঃ)।

—সহকারীগণ—

পরিচালনায়—নেপাল নাগ কর্ম্ম নির্ব্বাহে—সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বিমল সান্যাল

সুরশিল্পে—গৌর ঘোষ ঃ নির্ম্মল সরকার

শব্দ গ্রহণে—সন্তু বোস

সম্পাদনায়—সদানন্দ চৌধুরী

প্রযোজনা ও পরিবেশনা

ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিমিটেড্

৩২এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্পাংশ

লাট শ্যামপুর জমিদারীর একটি ক্ষুদ্র অংশের মালিক শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশবকালেই পিতৃহীন হয়। তিনটি ব্যক্তির স্নেহছায়ায় তার চরিত্র গ'ড়ে ওঠে। সকলেরই আশা, শিবনাথ বড় হোক, সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে উঠুক। শিবনাথের মা, হোমশিখার মত শুদ্ধ শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী কামনা ক'রতেন, তাঁর ছেলে বিবেকানন্দের আদর্শে গ'ড়ে উঠুক, ভালবাসতে শিখুক তার দেশকে, তার দেশের মূক অসহায় মানুষদের। শিবনাথের সন্তানহীনা বিধবা পিসিমা খাঁটি জমিদারের মেয়ে, জমিদারের বোন। তিনি চান, শিবনাথ তার বাপ-পিতামহের মত সত্যিকার জমিদার হ'য়ে উঠুক, প্রবল প্রতাপে শাসন করুক তার প্রজাবৃন্দকে। আর শিবনাথের আত্মভোলা সদাশিব মাষ্টার মশায় তাকে শেখাতেন,—"এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"র মর্ম্মবাণী, অনুপ্রাণিত করতেন বড় বড় দেশনেতাদের কাহিনী দিয়ে। তিনি জানতেন, শিবনাথ ইজ গ্রেট, শিবনাথ মহান।

বালক বয়সে শিবনাথের বিয়ে হয় সেই গ্রামেরই ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার রামকিঙ্কর বাবুর পিতৃমাতৃহীনা সুন্দরী ভাগিনেয়ী গৌরীর সঙ্গে। পিসিমা চান, গৌরী তার স্বামীর বনেদী পরিবারের নানা নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে সুযোগ্য গৃহিনী হয়ে উঠুক। এই জন্যে নানা ছোট-খাট কাজের ভারও দেওয়া হয় গৌরীর ওপর। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের ভাগ্নী। সে ছুটে ছুটে পালিয়ে যায় তার মামারবাড়ীতে, দিদিমার কাছে। ছোট বেলা থেকে যে-পরিবেশে সে মানুষ হ'য়েছে, নতুন আবহাওয়ার তা খাপ খায় না কিছুতে। শেষ পর্য্যন্ত একটা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উভয় পরিবারে সংঘর্ষ বাধে, গৌরীর দিদিমা তাকে নিয়ে কাশী চলে যান।

এর পর কয়েক বছর কেটে যায়। শিবনাথ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে। গৌরীও উপনীত হয় যৌবন-সীমায়। সৃষ্টির অজ্ঞাত রহস্যে তার মন আকর্ষণ করে তার প্রেমাস্পদকে। প্রিয়তমের সান্নিধ্য ছাড়া জীবন ব্যর্থ মনে হয়। কাশী থেকে গৌরীর ভাই কমলেশকে শ্যামপুর পাঠান হয়—শিবনাথকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

শ্যামপুরে তখন কলেরা সুরু হ'য়েছে। মায়ের আদর্শে গড়া শিবনাথ ঝাঁপিয়ে পড়েছে রোগগ্রস্ত অসহায় নর-নারীদের সেবায়। মহামারীতে সেবাকার্য্যের জন্য ক'লকাতা থেকে ডাক্তার এসেছে দু'জন। সুশীল আর পূর্ণ। তাদেরই সঙ্গে দিবারাত্রি সেবায় মগ্ন থাকে শিবনাথ। জাতি-অজাতি নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু আপ্রাণ সেবাকার্য্যের অদ্ভুত পুরস্কার পেল নিষ্পাপ শিবনাথ। একটি ডোম বৌয়ের সঙ্গে নাম জড়িয়ে গাঁয়ের লোকে কুৎসা রটনা ক'রল তার

নামে। এই মিথ্যা খবর সত্য হয়ে দেখা দিল গৌরীর কাছে। রাগে, অপমানে, দুঃখে সে লিখে পাঠাল তার বহুবাঞ্ছিত স্বামীকে, "একটা ছোট-লোকের মেয়ে নিয়ে যে কেলেঙ্কারী তুমি করেছ, তারপর তোমার মুখ দেখার প্রবৃত্তি আমার নাই।"

যৌবনোন্মেষের পর এই প্রথম বধূসান্নিধ্যের কল্পনায় রোমাঞ্চিত হ'চ্ছিল শিবনাথ কিন্তু গৌরীর পত্রের আঘাতে চুরমার হয়ে গেল তার স্বপ্নসৌধ। সে চ'লে গেল ক'লকাতায়, কলেজে প'ড়বার জন্যে।

ক'লকাতায় গিয়ে শিবনাথ নতুন পরিচয় পেল সুশীল আর পূর্ণ'র। সে দেখল', নিছক সেবার মনোভাব নিয়ে সুশীল আর পূর্ণ তাদের গ্রামে যায় নি। দেখল, দেশ সম্বন্ধে তাদের অনুভূতি কত গভীর, দেশের জন্যে তারা জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ব'লে মনে করে। সুশীল আর পূর্ণ সন্ত্রাসবাদী দলের নায়ক। যুবক শিবনাথ অভিভূত হ'য়ে গেল তাদের আন্তরিকতায়। দীক্ষা নিল তাদের আদর্শে, যোগ দিল সন্ত্রাসবাদীদলে।

সত্যকথা বোধ হয় কোনদিন চাপা থাকে না। গৌরী আর তার মাতুল পরিবারের কাছেও প্রকাশ পেল, শিবনাথ কত মহৎ। তারা সকলে অনুতপ্ত হ'ল, ছুটে এল ক'লকাতায় শিবনাথের খোঁজে, কমলেশ ক্ষমা চাইল শিবনাথের কাছে, ব'লল, "গৌরী তার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে।"

গৌরী, তার প্রিয়তমা গৌরী তার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে! আনন্দে ছ'লকে উঠল শিবনাথের বুকের রক্ত। কিন্তু দেশের কাজে যে আত্মনিয়োগ ক'রেছে, জীবনে তার বিলাসের সময় কই? পার্টির জরুরী কাজে শিবনাথও সময় পেলনা গৌরীর কাছে যাওয়ার।

এরপর এক অভাবনীয় ঘটনায় শিবনাথের জীবনে, শিবনাথের ভাবধারায় এল আমূল পরিবর্ত্তন। তাদেরই পার্টির এক ভূতপূর্ব্ব নেতার কাছে গচ্ছিত ছিল তাদের অস্ত্র-পাতি আর টাকা-পয়সা। পূর্ণর সঙ্গে শিবনাথ গেল তাঁর কাছে সেসব আদায় ক'রতে।

নেতা ব'ললেন: মুষ্টিমেয় মানুষের সশস্ত্র প্রচেষ্টায় দেশের মুক্তি আসবেনা পূর্ণ! তেত্রিশ কোটি গণ-দেবতা যেদিন তাদের ছেষট্টি কোটি হাত তুলবে, সত্যিকার মুক্তি আসবে সেদিন। পূর্ণ বলল: আপনি আমাদের উদ্দেশ্যের ওপর কটাক্ষ করছেন দাদা। নেতা বললেন: নারে না! আমি জানি, তোরা কত মহৎ। তবু ব'লব ভাই, যে-পথ তোরা বেছে নিয়েছিস তা ভুল।

নেতার সঙ্গে মতের মিল হলনা পূর্ণর। পার্টির নির্দ্দেশে সে গুলী করে হত্যা করল তার রাজনৈতিক গুরুকে।

এই ঘটনার পর শিবনাথ ফিরে এল দেশে; তার মা তখন মৃত্যু-শয্যায়। শাশুড়ীর কঠিন অসুখের খবর পেয়ে গৌরীও এসেছিল দেশে। দীর্ঘ বিরহের পর মায়ের মৃত্যু-শয্যায় মিলন হ'ল তাদের। পিসিমাও গৌরীর হাতে সংসার আর শিবনাথের ভার দিয়ে নিজে কাশী চলে গেলেন।

কিন্তু তাদের মধ্যে আবার দেখা দিল সংঘর্ষ। শিবনাথ চায় সবকিছু তুচ্ছ করে প্রজাদের মঙ্গল ক'রতে, গৌরী চায় সম্পদ। শিবনাথের আদর্শ আর গৌরীর চিন্তা চলে বিপরীত খাতে—আবার তাদের ছাড়াছাড়ি হয়, গৌরী চলে যায় তার মামার বাড়ী। যাওয়ার সময় শিবনাথ অনুনয় করে বলে, "গৌরী, তুমি চলে যাবে?" গৌরী কথা কয় না, মুখ ফিরিয়ে থাকে।

সতী বিনা শিবের মত গৌরী ছাড়া শিবনাথের অবস্থাও হ'য়ে উঠ্‌ল ছন্নছাড়া। দিন নাই, রাত নাই, সকাল নাই, দুপুর নাই সে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। জলহীন প্রান্তরে ধরিত্রীর কান্না শুনতে পায়। নিজের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার ক'রেও কান্না থামাতে চায় ধাত্রীদেবতার, দুঃখ ঘোচাতে চায় অসহায় কৃষকদের। বৈষয়ীক লোকেরা স্তম্ভিত হ'য়ে যায় শিবনাথের এই বুদ্ধি দেখে। খবর পেয়ে গৌরী ছুটে আসে দেশে।

কিন্তু এবারও সেই দুই বিপরীতমুখী আদর্শের সংঘর্ষ। আবার সেই মনোমালিন্য, আবার সেই মান-অভিমান। কিছুদিন পর গৌরী একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে অভিমান ক'রে চলে গেল তার দিদিমার কাছে। কিন্তু তখন তার গর্ভে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান,—শিবনাথের বংশধর।

গৌরী ভাবে, "স্বামী যখন আমার হ'লনা, তখন পেটের সন্তানকেই নিজের মনের মত করে গড়ে তুলব।"

ক্রমে গৌরীর পুত্রসন্তান হয়, ছেলে বড় হয়, যা শোনে সেই ছেলে তা' বলতে শেখে:

দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা। হাজার হাজার লোক হাসিমুখে জেলে চলেছে। সকলের মুখেই এক কথা, "বন্দেমাতরম্।"

শুনে শুনে গৌরীর ছেলেও বলে, "বন্দেমাতরম্"। দেশাত্মবোধহীন ব্যবসায়ী পরিবারে শব্দটি যেন পাপের বীজমন্ত্র। সকলে ব্যাঙ্গ করে গৌরীর ছেলেকে। বলে, বাপকা ব্যাটা। অপমানে, দুঃখে গৌরী গলা টিপে ধরে ছেলের আর সকলের অজানিতে তার মন হু হু ক'রে ওঠে সেই ছন্ন ছাড়া, আপন ভোলা লোকটার জন্যে, তার সন্তানের পিতার জন্যে। এমনই সময় একদিন খবর এল, অসহযোগ আন্দোলনে শিবনাথ ধরা পড়েছে।

সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল এক নিমিষে। অভয় দিয়ে গৌরীর মামা ব'ললেন, "ভয় কি মা, ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বন্ধু। একটা মুচলেকা দিলেই সে ছেড়ে দেবে।" নানা বিপরীত সংঘাতে গৌরীর মন কিন্তু এতদিনে স্বামীর আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। সে ব'লল, "আগে আমি শ্যামপুর যাব মামাবাবু।"

শ্যামপুরে এসে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল গৌরীর। আজ এক পিসিমা ছাড়া কেউ বুঝবে না তার স্বামীর আদর্শের কথা, তার নিজের মনের কথা।

কিন্তু পিসিমা কি ফিরে আসবেন?

পিসিমা কি শেষ পর্য্যন্ত ফিরে এলেন? শিবনাথ কি ছাড়া পেলে মুচলেকা দিয়ে? গৌরীর কি অটুট মিলন হ'ল শিবনাথের সঙ্গে? কিংবা দুর্লঙ্ঘ্য বাধায় চিরবিচ্ছেদের যবনিকা প'ড়ল তাদের জীবনে? এরই উত্তর পাওয়া যাবে রূপালী পর্দ্দায় "যাত্রীদেবতা" চিত্রে।

গৌরীর গান

তুমি কাছে নাই ব'লে প্রিয়, তুমি কাছে নাই ব'লে
নব মুকুলের সুরভিতে হায় এ হৃদয় নাহি ভোলে
প্রিয়তম তব লাগি, মোর আঁখি দুট রয় জাগি,
বিরহী প্রদীপ নয়ন-শিয়রে এখনও ব্যথায় দোলে।
মোর যত সাধ ঝরে ঝরে যায় নয়নের ধারা সম,
ধরা দিলে কার বাঁশরীর সুরে ওগো মোর নিরুপম।
মোর এই ফুল মালা, শুধু দিল যে কাঁটার জ্বালা,
এ ভুবন হ'তে চিরতরে তাই ফাল্গুন যায় চলে।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

দীপার গান

স্বদেশ স্বদেশ করিস কেন এ দেশ তোদের নয়,
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোদের ইহা হ'তো যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়।
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুণী মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়।
এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোদের নয় তো একটি ছড়া,
তোদের হ'লে পরের দেশে চালান কেন হয়।
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠি হায়,
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়।

—স্বর্গীয় গোবিন্দ দাস

শিবনাথ ও দীপার গান

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হ'য়োনা ম্রিয়মান,
মুক্ত করো ভয়
আপন মাঝে শক্তি ধর নিজেরে করো জয়।
দুর্ব্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জ্জনেরে হানো
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের পরে করিতে ভর না রেখ সংশয়।
ধর্ম্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান,
নীরব হ'য়ে নম্র হ'য়ে পণ করিও প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরে দিও কঠিন পরিচয়।

—রবীন্দ্রনাথ

চাষীদের গান

এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্ রে, এগিয়ে চল্ শ্রমিক চাষীর দল।
(কেন) আপনারে তুই ছোট ভাবিস্ বল্।
একে বেঁধে বল এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্ রে,
এগিয়ে চল্ শ্রমিক চাষীর দল।
তোর বুকের মাঝে জাগে নারায়ণ, ছোট তিনি কারো চেয়ে নন,
তবে কিসের ভয়ে মিছেরে তুই পিছিয়ে থাকিস্ বল্।
চল্‌রে চল্, চল্‌রে চল্,
চল্‌রে চল্, চল্‌রে চল্ ও ভাই শ্রমিক চাষীর দল।
তোদের পায়ের তলায় শক্ত মাটি, চলার ঘায়ে উঠবে ফাটি
টুটবে বাঁধন, মুক্তি সাধন, হবেরে সফল।

—কালীপ্রসাদ ঘোষ

Edited and published by Prodyut Mitra, P. O. Eastern Film Exchange Ltd.
and printed at the Print India, 3-1, Mohan Bagan Lane,
Calcutta---4.

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায় কয়েকখানি ছবি!

সরোজ পিক্‌চার্সের

ভাই-বোন

—রচনা ও পরিচালনা—

ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য

—ভূমিকায়—

অহীন্দ্র, ফণিরায়, বিমান, প্রমিলা, রাজলক্ষ্মী, অলকা, প্রভৃতি।

ন্যাশন্যাল ষ্টুডিও'র

সরাইকে বাহার

—রচনা ও পরিচালনা—

কিষণ চাঁদ

—ভূমিকায়—

সবিতা, মহেন্দ্র, রাধিকা, প্রভৃতি।

"নবযুগ"-এর

সিকায়েৎ

—শ্রেষ্ঠাংশে—

গীতা নিজামী

"নবযুগ"-এর

পারো

—শ্রেষ্ঠাংশে—

স্নেহ প্রভা

—একমাত্র পরিবেশক—

ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিমিটেড্

৩২এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা।

মূল্য—দুই আনা